



10324 - তালবিল ইলমরে আদবসমূহ

প্রশ্ন

আল্লাহ আমার প্রতি ইল্ম অন্বেষণ শুরু করার অনুগ্রহ করছেন। আপনারা আমাকে ককি শিষ্টিচারে ভূষতি হওয়ার নসীহত করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নশ্চয় ইল্ম অর্জনরে বশে কিছু আদব রয়েছে; একজন তালবিল ইল্মরে সতে আদবগুলতে সুশোভতি হওয়া উচতি। আমরা আপনার সমীপে সতে আদব ও উপদেশগুলো পশে করছি; আশা করি আল্লাহ সগেলের মাধ্যমে আপনাকে উপকৃত করবেন:

এক:

ধরৈয়: প্রিয় ভাই, নঃসন্দেহে ইল্ম অর্জন উচ্চ মর্যাদার বিষয়। পরশ্রমরে সড়ি না পরেয়ে উচ্চ শখিরে পটৌছা যায় না। কবি আবু তাম্মাম নজিকে সম্বোধন করে বলেন:

ছড়ে দে আমায়, আমি মর্যাদার শীর্ষে পটৌছতে চাই, সাধারণতঃ যথোয় পটৌছা যায় না। কঠনি শখিরে পটৌছতে হয় কাঠনিয় পার হয়ে, সহজ স্তরে পটৌছা যায় সহজে। তুমি সস্তা পথে উচ্চ শখিরে নাগাল পতে চাও? মধু খতে হলে মধুকররে হুলে বদিধ হতে হয়।

অন্য এক কবি বলেন:

তুমি বৃদ্ধরে গততি মর্যাদার পানে আগাচ্ছ। অথচ অন্যরো কষ্টরে চূড়ান্তে পটৌছে লুঙ্গফিলে রেখে ছুটে চলছে। মর্যাদার লক্ষ্যপানে কঠনি পরশ্রম করে তাদরে অধিকাংশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। মর্যাদার নাগাল তারাই পায় যারা অধ্যাবসায় চালিয়ে যায় ও ধরৈয় রাখে। তুমি মর্যাদায় পটৌছাকে খজের খাওয়ার মত সহজ মনে করো না। বরং তুমি ততি ঔষুধ চটে খাওয়া ব্যতীত মর্যাদার সীমানায় পটৌছতে পারবে না।

সুতরাং ধরৈয় ধর, অধ্যবসায়ী হও। কারণ জহাদরে সবার হয় সামান্য কিছু সময়রে জন্য; কন্তি তালবিল ইল্মকে জীবনরে শেষে মূহুর্ত পর্যন্ত ধরৈয় ধরতে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধরৈয় ধারণ কর, ধরৈয়ে প্রতিযোগতি



কর এবং সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আর আল্লাহ্ ভীতি অবলম্বন কর যাত তোমরা সফলকাম হতে পার।”[সূরা আল ইমরান, আয়াত: ২০০]

দুই: কর্মমন্টিষ্ঠা

আপনি নষ্টির সাথে কর্ম করুন। আপনার উদ্দেশ্য যনে হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকাল; লৌকিকতা ও সঙ্গ-সাথীদের উপরে উঠার ল্পিসা থেকে বঁচে থাকুন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনঃ “যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে আলমিদরে ওপর গঠের করার জন্য অথবা জাহলি-মুখদের সাথে তর্ক-বতির্ক করার জন্য অথবা মানুষকে নজিরে প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য; আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপে করবনে।”[সুনানে নাসাঈ (২৬৫৪), আলবানী সহহিন নাসাঈ গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

মোটকথা আপনার ভেতর ও বাহরি বড়-ছোট সব ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র হতে হবে।

তনি: ইল্ম অনুযায়ী আমল করা:

জনে রাখুন, আমল হচ্ছে- ইল্মের ফলাফল। যে ব্যক্তি ইল্ম অর্জন করল কিন্তু আমল করল না সে ব্যক্তি ইহুদীদের মত; আল্লাহ্ কুরআনে যাদের ক্ষেত্রে সর্বনক্ষিষ্ট উদাহরণ টনে এনছেন। তনি বলেন: “যাদেরকে তওরাত দয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা এর অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা; যে পুস্তক বহন করে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মথিয়া বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নক্ষিষ্ট। আল্লাহ জালমে সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।”[সূরা জুমুআ, আয়াত: ৫]

আর যে ব্যক্তি ইল্ম ছাড়া আমল করে সে খ্রিস্টানদের মত। যাদেরকে সূরা ফাতহাতে পথভ্রষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আপনি যে যে কতিবগুলো পড়বেন সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে ২০১১ নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বধায় সে উত্তরটি পড়ে ননি।

চার:

আল্লাহ্ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এ অনুভুতালিলন করা: প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা আল্লাহ্ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এটা মনে জাগ্রত রাখা উচিত। ভয় ও আশা এ দুয়ের মাঝে আপনি আপনার রবের দিকে আগাচ্ছেন। একজন মুমনির জন্য এ দুটো গুণ পাখির দুই ডানার তুল্য। পরপূর্ণভাবে আল্লাহ্ অভিমুখী হোন; যাত করে আপনার অন্তর আল্লাহর ভালবাসায় ভরপুর হয়ে উঠে, আপনার জহিবা যকিরি পরপূর্ণ হয়ে উঠে। আল্লাহর বধান ও গুঢ় রহস্যগুলো জনে আনন্দ-খুশি-উচ্ছ্বসতি হয়ে উঠে। প্রত্যকে সজিদাতে গিয়ে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দয়া করুন যনে আল্লাহ্ আপনার জন্য ইল্মের দ্বার খুলে দনে, আপনাকে উপকারী ইল্ম দান করেন। নশ্চয় আপনি যদি আল্লাহর সাথে বিশ্বস্ত হন আল্লাহ্



আপনাকে তাওফকি দবিনে, আপনাকে রাব্বানী আলমেদরে মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দবিনে।

পাঁচ: সময়ের সদ্ব্যবহার করা:

ওহে বুদ্ধমিন, আপনার যৌবনকে, জীবনকালকে ইল্ম অর্জনে দ্রুত কাজে লাগান। এই তো করব, আগামীতে করব এ ধরণের ধোকা যেন আপনাকে প্রবঞ্চিত না করে। আপনার জীবন থেকে যে ঘণ্টাটি চলছে যাচ্ছে সটোর কোন প্রতিস্থাপন নই, সটোর কোন বদলি নই। আপনার পারিপার্শ্বিক ব্যস্ততা, লক্ষ্যপানের পথে প্রতিনিধকতা, সর্বোচ্চ পরিশ্রম ও উদ্দীপনা বনিয়োগেরে রাস্তায় বাধা-বিপত্তি যতটুকু সম্ভব সরিয়ে ফেলুন। কেননা এ বাধাগুলো হচ্ছে- যাত্রাপথে দস্যুর মত। এ কারণে সলফে সালহীন পরিবার থেকে দূরে ও স্বদেশে ত্যাগ করে ইল্ম হাছলি করাকে মুস্তাহাব মনে করতেন। কেননা চিন্তা-ভাবনা যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় সটো গুট রহস্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝার ক্ষেত্রে অযোগ্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা একজন লোকের অন্তরে দুটো অন্তর রাখেননি। আরও বলা হয় আপনি যদি ইল্মকে আপনার পুরাতুকু না দেন ইল্ম আপনাকে সামান্যটুকুও দবিনে না।

ছয়: সতর্কতা:

ইল্ম অর্জনের সূচনালগ্নে আপনি আলমেদরে মতভেদে কথিবা সাধারণ মানুষের মতভেদে পছন্দে পড়বেন না। কারণ এটি স্মৃতিকে হারান করে ফেলে, ববিকে-বুদ্ধিকে কঠোরত্ববর্মিত করে দেয়। নানাবিধ কতিবপুস্তক থেকেও আপনি সতর্ক থাকবেন। কেননা এতে আপনার সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনার চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। বরং আপনি যি কতিব পড়ছেন বা যি বিষয়টি পড়ছেন সটোকে আত্মস্থ করার জন্য আপনার সমস্ত শক্তিনিয়োগ করুন। কোন কারণ ছাড়া এক কতিব থেকে আরেক কতিবে স্থানান্তরিত হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। কারণ এটি অস্বস্তি ও ব্যর্থতার আলামত। আপনার উচিত প্রত্যেকে শাস্ত্রেরে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দয়ো, এরপর এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্ব দয়ো।

সাত:

পাকাপোক্তভাবে মুখস্ত করা: আপনি যা মুখস্ত করতে চান সটো কোন শাইখেরে তত্ত্বাবধান কথিবা অন্য কারো সহযোগিতা নিয়ে সুনিপুণভাবে শুদ্ধ করে নতিনে সচেষ্ট হোন; এরপর পোক্তভাবে মুখস্ত করুন। এরপর দিনেরে নরিদ্ষিট একটি সময়ে বারবার আওড়াতে থাকুন যাত করে আপনি যা মুখস্ত করছেন তা ভুলে না যান।

আট:

কতিব অধ্যয়ন: আপনি ছোট ছোট পুস্তকগুলো মুখস্ত করা, এগুলোর ব্যাখ্যা আত্মস্থ করা এবং এগুলোর মধ্যে যসেব গুরুত্বপূর্ণ জটিলতা ও ফায়দো রয়েছে সেগুলো রপ্ত করার পর আপনি বড় কলবেরেরে কতিবপত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ



করবনে। সার্বক্ষণিক পড়াশুনায় থাকবনে। যখনই কোন মূল্যবান ফায়দো, সূক্ষ্ম মাসালা, বরিল শাখা মাসালা, কোন জটিলতার সমাধান কথিবা সমজাতীয় বধিানগুলোর মাঝে পার্থক্য আপনার নজরে পড়বে সাথে সাথে সেটো নোট করবনে। এটা সকল শাস্ত্রেরে ক্ষেত্রেই। কোন একটা ফায়দো শুনলে কথিবা কোন একটিকায়দো জানলে আপনি সেটোকে ছোট মনে করবনে না; বরং সাথে সাথে সেটো নোট করবনে এবং মুখস্ত করে নবিনে।

ইল্ম অর্জনরে ক্ষেত্রে আপনাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। তাই আপনার বশেই ইল্ম অর্জন করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অল্পতে তুষ্ট হবনে না। নবীদরে মীরাছ সামান্যটুকু পয়ে আপনিত্ত্ব হবনে না। কোন একটা ফায়দো অর্জন করার সুযোগ থাকলে সেটো হাত ছাড়া করবনে না। আগামীতে শখিব এ ধোকা যনে আপনাকে প্রবঞ্চিত না করে। কারণ রেখে দেয়ার অনেকে সংকট আছে। আর আপনি বর্তমান সময়ে যদি এই ফায়দোটা শখি ফলেতে পারনে দ্বিতীয় সময়ে আপনি অন্য কিছু শখিতে পারবনে।

বকোরত্ব কথিবা দায়িত্বরে প্রতবিন্দকতা আসার পূর্বে আপনি আপনার অবসর ও কর্মোদ্দীপনাময় সময়কে কাজে লাগান। সুস্থতা ও যৌবনকালকে গনীমত মনে করুন। আপনার স্মৃতির নর্মলতা ও ব্যস্ততার স্বল্পতাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুন।

আপনার যে কতিবগুলো প্রয়োজন সেগুলো পাওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করুন। কেননা কতিব হচ্ছে- ইল্ম অর্জনরে মাধ্যম। কোন উপকার ছাড়া বশে বশে কতিব সংগ্রহ করা যনে আপনার ইল্মী অর্জন না হয়, আপনার বোধশক্তির অংশ না হয়। বরং আপনার কর্তব্য হচ্ছে- সাধ্যানুযায়ী কতিবগুলো থেকে ফায়দো নেয়ার চেষ্টা করা।

নয়: সঙ্গনির্বাচন করা:

আপনি একজন নেককার ও ইল্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, স্বভাব প্রকৃতিভিল এমন সঙ্গি গ্রহণে সচেষ্ট হোন; যে বন্ধু আপনাকে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে। কোন ফায়দা ছুটে গেলে সেটো পূরণ করতে সহযোগিতা করবে। অধিক ইল্ম অর্জনে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে। আপনার বরিক্তি দূর করবে। সে যনে স্বীয় দ্বীন-ধর্মরে ব্যাপারে এবং উন্নত চরিত্ররে ব্যাপারে বশ্বিস্ত হয়। আল্লাহর জন্য উপদেশদাতা হয়। [দখুন: ইবনে জামাআর ‘তায়করিাতুস সামে’]

অসং সঙ্গি থেকে দূরে থাকবনে। কেননা মানুষরে স্বভাব-প্রকৃতি অন্যরে দ্বারা সংগোপনে প্রভাবিত হয়। মানুষ হচ্ছে- পাখরি ঝাঁকরে মতন; একটা আরেকটাকে অনুকরণ করে থাকে। এমন কোন সঙ্গরি সঙ্গতিব থেকে সাবধান থাকুন। কেননা এটা রোগতুল্য। এতে আক্রান্ত হওয়ার আগাই প্রতহিত করা সহজ।

দশ:

উস্তাদের সাথে আদব রক্ষা করা: প্রাথমিক স্তরে ইল্ম কতিবরে বুক থেকে গ্রহণ করা যায় না। বরঞ্চ অবশ্যই একজন



শাইখ থেকে নতি হই; মৌলিক জ্ঞানগুলো যার রপ্ত আছে; যাত করে স্থলন থেকে নরিপদ থাকা যায়। আপনার কর্তব্য হচ্ছ- শাইখের সাথে আদব রক্ষা করে চলা। কেননা এটাই হচ্ছ- আপনার কল্যাণ, সফলতা এবং ইল্ম হাছলিরে চাবকিঠি। আপনার শাইখ যনে আপনার সম্মান, মর্যাদা ও কৌমল আচরণেরে পাত্র হন। আপনি আপনার শাইখের সাথে যাবতীয় আদব রক্ষা করে চলবনে: তাঁর সাথে বসার ক্ষত্রে, কথা বলার ক্ষত্রে, প্রশ্ন করার ক্ষত্রে, শ্রবণ করার ক্ষত্রে, তার সামনে কতিবেরে পৃষ্ঠা উল্টানোর ক্ষত্রে, তার সামনে উচ্চবাচ্য পরিত্যাগ করার ক্ষত্রে, কোন কথা বা হাঁটার মাধ্যমে তাঁর অগ্রবর্তী না হওয়া, তার সামনে অধিক কথা না বলা, নিজেরে কথা দিয়ে তার দরসেরে মধ্য সংযোজনী না দয়া, কোন জবাব দয়ার জন্য চাপাচাপি না করা, অধিক প্রশ্ন না করা বিশেষতঃ অনেকে মানুষেরে উপস্থিতিতে। কেননা এটি আপনাকে প্রবঞ্চতি করবে, আপনার বরিক্তির উদ্রকে করবে। আপনি শাইখকে তার নাম ধরে বা কুনয়িত ধরে ডাকবনে না। বরং এভাবে বলবনে: ইয়া শাইখি (হে আমার শাইখ) কহিবা বলবনে: ইয়া শাইখানা (হে আমাদের শাইখ)।

যদি আপনার কাছে শাইখের কোন ভুল চোখে পড়ে কহিবা কোন বস্মুতি ধরা পড়ে তাহলে এটার কারণে আপনার চোখে যনে শাইখের মর্যাদা খাটো হয়ে না যায়। কেননা এটি আপনার ইল্ম থেকে বঞ্চতি হওয়ার কারণ। ভুল থেকে বাঁচতে পারনে এমন কটে কি আছে?।[দখুন: শাইখ বাকর আবু যায়দে এর ‘হলিাতু তালবিল ইল্ম’]

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও অবচিলতা প্রার্থনা করছি। তিনি যনে আমাদেরকে সেই দনিটি দেখোন যাই দনি আপনি আলমে হবনে, আল্লাহর দ্বীনেরে জন্য সকলেরে রফোরনেস হবনে, মুত্তাকীদের ইমাম হবনে। আমীন... আমীন। নকিটবর্তী কোন সাক্ষাতে আবার দেখো হবো। ওয়াস সালাম।